ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত"।**

১। **নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।**

২। **আমি রসূলদের প্রেরণ করেছি যাতে মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।**

৩। **ইয়াতিমদের সম্পদ গ্রাস করবে না।**

৪। **পরিমাণ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরোপুরি দিবে।**

৫। **হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হলেও।**

৬। **হকদারদের হক প্রত্যার্পন করবে।**

৭। **একদল লোক (আমার সৃষ্টির) ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায়ভাবে বিচার করে।**

৮। **তোমরা ইয়াতিমদের সম্মান করো, ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হইও না।**

৯। **সাহায্যপ্রার্থীকে ভৎসনা করিও না।**

১০। **স্ত্রীদের প্রতি সমান ভাবে ব্যবহার করবে।**

১১। **কেয়ামতে তোমাদের প্রতি বিচার হবে ন্যায় বিচার।**

১২। **অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেবে। অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করবে।**

১৩। **গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত হবে না।**

To learn more click here

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্ব জনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। সুরা নাহল ১৬:৯০

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। সুরা হাদীদ ৫৭:২৫

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্নীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। সুরা আন'য়াম ৬:১৫২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্ব জনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী

To learn more click here

কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনা র অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত। সুরা নিসা ৪:১৩৫

وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। সুরা হুদ ১১:৮৫

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। সুরা মুমতাহিনা ৬০:৮

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। সুরা নিসা ৪:৫৮

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়চিার করে। সুরা আরাফ ৭:১৮১

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। সুরা ফা'জর ৮৯:১৭

To learn more click here

وَالضُّحَى ﴿١﴾

শপথ পূর্বাহ্নের, সুরা দুহা ৯৩:১

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾

শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, সুরা দুহা ৯৩:২

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾

আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। সুরা দুহা ৯৩:৩

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾

আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। সুরা দুহা ৯৩:৪

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾

আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। সুরা দুহা ৯৩:৫

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾

তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। সুরা দুহা ৯৩:৬

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾

তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। সুরা দুহা ৯৩:৭

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾

তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুরা দুহা ৯৩:৮

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; সুরা দুহা ৯৩:৯

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

To learn more click here

সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না। সুরা দুহা ৯৩:১০

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন। সুরা দুহা ৯৩:১১

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কার ও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না। সুরা বাকারা ২:১২৩

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। সুরা নিসা ৪:১২৯

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলম হবে না। সুরা ইউনুস ১০:৫৪

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সুরা মাউন ১০৭:১

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়। সুরা মাউন ১০৭:২

To learn more click here

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। সুরা মাউন ১০৭:৩

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, সুরা মাউন ১০৭:৪

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; সুরা মাউন ১০৭:৫

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ﴿٦﴾

যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে। সুরা মাউন ১০৭:৬

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না। সুরা মাউন ১০৭:৭

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মোটামুটি বড় বড় পয়েন্টগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

যার যা দায়িত্ব- ব্যক্তিপর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে, সামাজিক পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পরিপালন করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

উপরে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায়- ব্যক্তি ,পরিবার, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদেরকে সুবিচার প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here